OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 70
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 586 - 592
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 586 - 592
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

আধুনিক প্রেক্ষাপটে বৈদিক নারী : একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

ড. সোমঋতা মিশ্র
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
মহিতোষ নন্দী মহাবিদ্যালয়
Email ID: somrita.mishra@gmail.com

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Veda, Society, Women, Positions, Sūkta, Mantra, ṛṣi, Marriage, Yajña.

Abstract
It is true that the position of women in ancient Indian society was very concerning, but it is not entirely true. In Vedic society, women are seen to be worshipped with special respect. According to the Manu, the creator of the world, in order to prosper the world, created half of his body as a man and half as a woman (Manusaṃhitā - 1/32). It is true that there has been a lot of progress in people's thinking about the status of women nowadays. The increased participation of women in fields such as economy, politics, education, health, science, sports, and art has strengthened their social status. But the question arises can the status of women that we are observing today be called an improvement in their social status at all? From a historical perspective, it would probably not be appropriate to say this. Because the status of women observed in the Vedic era is no different from the current picture.

Although the society of the Rgveda was essentially patriarchal, there, along with sons, daughters were also educated with equal rights, which resulted in the names of female sages like Ghoṣa (1/117/7), Apālā (8/91/1), Viśvavārā (5/28), and vāk (10/125) who are the authors of many mantras of the Rgveda.

The Upanayana system was prevalent among women of the Vedic age, that is, women of the three castes (Brāhmaṇa, Kṣatriya and Vaiśya) according to the scriptures. There is no doubt that the female sages of the Vedic age were scholars. The sixth Brāhmaṇa (3/6/1) of the third chapter of the Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad records two important debates between the Gārgī and Yājñavalkya.

In the Vedic age, the position of courtesans along with that of noble women was not very bad. At that time, courtesans were highly educated and they earned their own living. Vedic women were relatively independent. They did not marry before puberty. Women could choose their own life partners. In the Rgveda, the purity of fire is compared to the purity of women. In the Śatapatha Brāhmaṇa, the important role of women in the yajña is clearly mentioned. Mudgalānī, Biśpalā etc, there are many examples of women's extraordinary bravery and warlike deeds on the battlefield. The role of the

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 70
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 586 - 592
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

messenger in social diplomacy is undeniable. This position is seen to be adorned by Vedic women Saramā.

So our idea that women became aware of their rights for the first time in this century, that they were previously prisoners of oppression, is not correct. In the Vedic age, women were established in their own glory. In the post-vedic age, the condition of women began to deteriorate. Although fewer in number, women have been seen as examples of progressive thinking in the past as well. Even today, they are establishing themselves through various adversities, which will further strengthen their path in the future.

Discussion

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নারীদের অবস্থান অত্যন্ত উদ্বেগজনক ছিল একথা সত্য হলেও তা সর্বাংশে সত্য নয়। বৈদিকসমাজে নারীদের বিশেষ সম্মানের সাথে পূজিত হতে দেখা যায়। 'সমাজ' হল মানুষের জীবন ধারণের আশ্রয়স্থল। মানুষ বৈচিত্র্যময়। কিন্তু এই বিভিন্নতার মধ্যে একতার সূত্র গ্রথিত হওয়ার যে চেষ্টা তাতে অগ্রণি ভূমিকা নেয় এই সমাজ। বিচিত্রময় চরিত্রের ব্যক্তি, বসবাসের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে যেখানে মিলিত হয় এবং যুক্তির বিচারে নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে স্বচিন্তনকে সার্বজনীন চিন্তনে রূপান্তরিত করতে সমর্থ হয় তাকেই সমাজ বলে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে চিন্তনের তারতম্যের প্রবাহে এই সমাজও নিয়ত পরিবর্তনশীল। আজ থেকে প্রায় ৬ হাজার বছর পূর্বে ঋষিদের চিন্তনে যে সমাজ আত্মপ্রকাশ করেছিল তাকে আমরা বৈদিক সমাজ বলতে পারি। বৈদিক ঋষিদের অন্বীক্ষার ফলস্বরূপ যে বৈদিকসাহিত্য প্রকাশিত হয়েছিল তা সুপ্রাচীন কাল ধরে তৎকালীন সমাজের প্রতিচ্ছবি বহন করে চলেছে তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এই সাহিত্য প্রধানতঃ সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, সূত্র সাহিত্য অর্থাৎ শ্রৌত, গৃহ্য, ধর্মসূত্রকেই বোঝায়। সুতরাং সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে সমাজের যে চিত্র প্রস্ফুটিত হয়েছে তাতে নারীদের অবস্থান ঠিক কিরূপ ছিল এবং বর্তমান সমাজে নারীদের অবস্থানের দৃষ্টিভঙ্গিতে তা কতটা তাৎপর্যপূর্ণ তা আলোচ্য গবেষণাপত্রের মূল প্রতিপাদ্য।

'নর' শব্দের পরে স্ত্রীলিঙ্গ অর্থে ঙীপ্ প্রত্যয়যোগে 'নারী' শব্দটির উৎপত্তি। সুতরাং এখানে নারী শব্দটি নরের স্ত্রী অর্থে গৃহীত হয়নি। নারী বলতে 'নর' অর্থাৎ মনুষ্যজাতির মধ্যে প্রাপ্ত যে সকল লিঙ্গের প্রকার দেখা যায় তাদের একটি বিশেষ প্রকারকে বোঝায়। ধর্মশাস্ত্রকার মনুর মতে, জগতের সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীর সমৃদ্ধি কামনায় নিজের দেহকে দ্বিধা করে অর্ধেক অংশে পুরুষ, অর্ধেক অংশে নারী সৃষ্টি করলেন -

> "দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ। অর্ধেন নারী... অসৃজৎ প্রভু॥"[1]

একথা ঠিক যে, বর্তমানে নারীদের অবস্থান সম্বন্ধে মানুষের চিন্তাধারায় অনেক অগ্রগতি হয়েছে। অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান, ক্রীড়া, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণের আধিক্যতা তাদের সামাজিক অবস্থানকে দৃঢ় করেছে। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে বর্তমান নারীদের যে অবস্থান আমরা লক্ষ্য করে চলেছি তা কি আদৌ তাদের সামাজিক অবস্থানের ক্রমোন্নতি বলা চলে? ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণের বিচারে সম্ভবত একথা বলা সমীচীন হবে না। কেননা বৈদিক যুগে নারীদের যে অবস্থান পরিলক্ষিত হয় তা এতদ্কালীন চিত্র অপেক্ষা ভিন্ন নয়। বৈদিক সমাজে সরাসরি নারীদের অবস্থান নির্ণায়ক কোনো সূক্ত বা আলোচনা নেই, কিন্তু নানা বর্ণনা থেকে অনুমানের মাধ্যমে নারীদের স্থান সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। নারী সম্বন্ধিত বৈদিক মন্ত্র সংখ্যায় কম হলেও তাতে নারীর যে চিত্র ফুঁটে উঠেছে তা প্রশংসনীয়।

ঋগ্বেদের সমাজ মূলতঃ পিতৃতান্ত্রিক হলেও সেখানে পুত্রের পাশাপাশি কণ্যা সন্তানকেও সমান অধিকারে শিক্ষাদান করা হত যার ফলস্বরূপ ঘোষা (১/১১৭/৭), অপালা (৮/৯১/১), বিশ্ববারা (৫/২৮), বাক্ (১০/১২৫) প্রভৃতি মহিলা ঋষিদের নাম পাওয়া যায় যাঁরা ঋগ্বেদের বহু সূক্তের রচয়িতা। সংখ্যায় কম হলেও বৈদিক সাহিত্যে এই সূক্তগুলি বিষয়ের গাম্ভীর্য্যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বৃহদ্দেবতা (২/৮২-৮৪) এবং আর্ষানুক্রমনী (১০.১০০-১০২) গ্রন্থে ২৭ জন নারী দ্রষ্টার নামোল্লেখ রয়েছে। এই নারী দ্রষ্টাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে কিছু পৌরণিক চরিত্র, কিছু অমানবিক বস্তু বিশেষ, আবার কিছু

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 70
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 586 - 592
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

স্বর্গীয় প্রাণী (অপ্সরা)। পণ্ডিতদের মতে উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে সাবিত্রী, সরমা এবং যমী পৌরানিক চরিত্র, যেখানে দক্ষিণা, মেধা, রাত্রি, শ্রদ্ধা, বাক্ অমানবীয় চরিত্র বা ব্যক্তিত্বহীন বিমূর্ত ধারণা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অপরপক্ষে ঊর্বশী, অদিতি, ইন্দ্রাণী স্বর্গীয় প্রাণী রূপে বিবেচিত। কেবলমাত্র কয়েকজন নারী কবিকে খুঁজে পাওয়া যায় যাঁদের রক্ত-মাংসে নারী হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে তাঁরা হলেন রোমশা, লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা, অপালা, শাশ্বতী, ঘোষা, গোধা এবং যমী (দশম মন্ডলের) এবং ইন্দ্রাণী (দশমমন্ডলের)। ঋগ্বেদের প্রথমমন্ডলের ১২৬ সংখ্যক সূক্তের ৭ নং মন্ত্রের দ্রষ্টা রোমশা এবং ১২৭ সংখ্যক সূক্তের দ্রষ্টা ইন্দ্রাণীর কণ্ঠে বৈবাহিক সম্পর্কের মধুর আবেদন অকুণ্ঠিত ভঙ্গিতে ধ্বনিত হতে দেখা যায়। উপরিউক্ত মন্ত্রদ্রষ্টা নারী ঋষিদের মধ্যে যেমন কক্ষীবান্ ঋষির কন্যা ঘোষাকে দেখতে পাওয়া যায় কুষ্ঠরোগগ্রস্থা হওয়ায় দীর্ঘদিন তিনি অবিবাহিতা পিতৃগৃহে অবস্থান করেছিলেন পরে দেবতাদের বৈদ্য অশ্বিদ্বয় কর্তৃক তিনি রোগমুক্তা হলে তাঁর বিবাহ হয়। অপরপক্ষে ঋগ্বেদের অষ্টম মন্ডলে অপালা ঋষির পরিচয় পাওয়া যায় যিনি বিবাহের পর চর্মরোগাক্রান্ত হওয়ায় স্বামীর দ্বারা প্রত্যাখিত হয়েও তপস্যার মাধ্যমে তিনি রোগমুক্তা হন এবং প্রসিদ্ধি অনুযায়ী তিনিই সোমরসের আবিষ্কারকর্ত্রী। বৈদিকযুগের দ্বিজ নারীদের অর্থাৎ তিনটি শ্রেণীর নারীদের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) শাস্ত্রসন্মত উপনয়ন সংস্কার প্রচলিত ছিল। স্মৃতিশাস্ত্রকার যমের মতে -

“পুরাকল্পে কুমারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনম্ ইষ্যতে।
অধ্যাপনং চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা।।”[২]

স্মৃতিশাস্ত্রকার হারীত বৈদিক নারীদের দুটি বিভাগের উল্লেখ করেছেন ‘ব্রহ্মবাদিনী’ ও ‘সদ্যোবধূ’। ব্রহ্মবাদিনীদের উপনয়ন হত এবং তারা বিবাহ করতেন না, আজীবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর ন্যায় অধ্যাপনায় নিমগ্ন থাকতেন। অপরপক্ষে সদ্যোবধূদের শিক্ষান্তে পবিত্র উপনয়ন সংস্কারের দ্বারা বিবাহ দেওয়া হত -

“সদ্যোবধূনাং তু উপস্থিতে বিবাহে কথঞ্চিৎ উপনয়নং কৃত্বা বিবাহঃ কার্য্যঃ।”[৩]

যজ্ঞোপবীত অর্থাৎ উপনয়নের দ্বারা সংস্কৃত স্ত্রীর গুণকীর্তন হেতু ঋক্সংহিতায় বলাহয়েছে যে উপনয়নের পর যজ্ঞোপবীত ধারণপূর্বক নারী এতই সাবলম্বী হয়ে ওঠেন যে তিনি তাঁর পথভ্রষ্ট স্বামীকেও সৎমার্গে নিয়ে আসতে পারেন -

“দেবা এতস্যামবদন্ত পূর্বে সপ্তঋষয়স্তপসে যে নিষেদুঃ।
ভীমা জায়া ব্রাহ্মণস্যোপনীতা দুর্ধাং দধাতি পরমে ব্যোমন।”[৪]

বৈদিক যুগের নারীঋষিরা যে সুপণ্ডিত ছিলেন সে বিষয়ে কোনো মতদ্বৈত নেই। বৈদিকযুগে বিদুষী নারীদের মধ্যে গার্গী অন্যতম ছিলেন। বৃহদারণ্যকোপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ ব্রাহ্মণে[৫] ব্রহ্মবাদিনী গার্গী ও যাজ্ঞবল্ক্যের মধ্যে অনুষ্ঠিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। বিতর্কে কাহারও জয়-পরাজয় নির্ণীত হয়নি ঠিকই, তবে উভয়েরই দার্শনিক পারদর্শিতা ঘোষিত হয়েছিল।

যাজ্ঞবল্ক্যের অন্যতম পত্নী মৈত্রেয়ীকেও[৬] দেখা যায় বিষয়-সম্পত্তিতে অনাসক্ত থেকে আত্মজ্ঞানে জিজ্ঞাসু হতে। সুতরাং গৃহবধূ মৈত্রিয়ীকে সাংসারিক আসক্তি স্পর্শ করতে না পারলেও আধ্যাত্মিক জ্ঞানতৃষ্ণায় মগ্ন হতে দেখা যায়।

বৈদিক যুগে কুলনারীদের সাথে সাথে গণিকাদের স্থানও খুব খারাপ ছিল না। সেযুগে গণিকারা অনেক উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন এবং তারা স্বতন্ত্র উপার্জন করতেন। এমনকি দীক্ষার দিনে পুরুষের গণিকা সংসর্গ নিষিদ্ধ হলেও তার জন্য কোনো প্রায়শ্চিত্তের বিধান ছিল না।[৭] সুতরাং বৈদিক সমাজে গণিকাদেরও কিন্তু স্বাধীন থাকার অধিকার ছিল এবং সামাজিক স্থানও খুব খারাপ ছিল না।

বিবাহের সময় বরপক্ষকন্যাপক্ষের কাছ থেকে যে অর্থ গ্রহণ করে, যা আসলে যৌতুকের একটি রূপ তাকে বরপণ বলে। পণপ্রথা একটি সামাজিক অভিশাপ। পণপ্রথা নিষিদ্ধ করতে ১৯৬১ ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী আইন প্রণয়ন হয় একথা ঠিকই, তৎসত্ত্বেও আমাদের সংকীর্ণ মানসিকতার প্রভাবে বর্তমান যুগেও এই প্রথার কুপ্রভাব থেকে ভারতীয় বিবাহ ব্যবস্থা মুক্ত নয়, যার ফলস্বরূপ সমাজে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেই দেখা যায় কন্যা সন্তান হয়ে জন্মানোর দুর্বিষহ যন্ত্রণার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 70
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 586 - 592
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ছবি। বৈদিক যুগের চিত্রটা ভিন্ন ছিল। সেখানে নারীদের পণপ্রথায় জর্জরিত হতে দেখা যায়নি। এমনকি বিবাহে কন্যাপণের কথাও পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের প্রথমমন্ডলের ১০৯ সংখ্যক সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রের ব্যখ্যায় ভাষ্যকার সায়ন বলেন গুণবিহীন জামাতা কণ্যা লাভের জন্য কন্যা কর্তাকে যেমন অনেক ধন দান করে, ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা তাঁর ভক্তকে তা হতেও অধিক ধন দান করে -

“অশ্রবং হি ভুরিদাবত্তরা বাং বিজামাতুরুত বা ঘা স্যালাৎ।
অথা সোমস্য প্রযতী যুবভ্যামিন্দ্রাগ্নী স্তোমং জনয়ামি নব্যম্॥”[৮]

যদিও সকল জামাতা যে বিবাহে কন্যাপণ দেন সে কথা বলা হয়নি। তথাপি ধণদানের ইঙ্গিত স্পষ্ট। কন্যার শরীরে ত্রুটি থাকলে বরপণের কথাও আছে ঋগ্বেদে একাধিকবার। ঋকবেদে সতীদাহের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। বিধবাদের সহমরণে বাধ্য করার কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। এমনকি বিধবা নারীদের বৈধব্য দুঃখ ত্যাগের কথা, বিধবা নারীদের মনোনীত বরগ্রহণ করা, রোগ মুক্ত হয়ে আনন্দে থাকার কথা বৈদিক ঋষিদের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে শোনা গেছে -

“ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সং বিশন্তু।
অনশ্রবোঽনমীবাঃ সুরত্না আ রোহন্তু জনয়ে যোনিমগ্রে॥”[৯]

পিতৃগৃহে কুমারী কন্যার চির অবস্থানের কথাও বেশ কয়েকবার দেখা গেছে ঋগ্বেদে। এদের বলা হত ‘অমাজু’ অর্থাৎ যারা বাপের বাড়িতে বুড়ো হয়ে যায়।

মেয়েদের পক্ষেও বহুপতিক হওয়া যে একান্তই দুর্লভ ছিল না তারও প্রমাণ পাওয়া যায় অথর্ববেদে। সেখানে বলতে দেখা গেছে কোন নারীর দশটি স্বামী থাকলেও সে যখন কোন ব্রাহ্মণের পত্নী হয় তখন সেই ব্রাহ্মণই তার স্বামী তার জন্য বা বৈশ্য স্বামীরা স্বামী নয়। যদিও এখানে ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য ঘোষণায় প্রধান দাসত্বেও পরোক্ষে নারীর পক্ষে একাধিক স্বামী গ্রহণের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। অবৈধ প্রণয় ব্যাখ্যাতেও ঋগ্বেদের ঋষিদের কোন কোনটা বোধ করতে দেখা যায়নি। সুতরাং অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত বৈদিক নারীদের সামাজিক স্বীকৃতি থাকুক বা না থাকুক তারাও যে স্বাধীন মানসিকতার পরিচয় বহন করতেন তা বলাইবাহুল্য। এই জন্য ‘জারো ন’, ‘উপপতি’ প্রভৃতি উপমাগুলি বারংবার ঋকবেদে ফুটে উঠেছে। ঋগবেদের যমযমীসূক্তে বোনের ভাইয়ের প্রতি আসক্তি নাভানেদিষ্ঠসূক্তে পিতা পুত্রীর আসক্তি এবং তাদের মিলনের কথাও আছে যা প্রচলিত সমাজনীতির ব্যতিক্রম -

“মধ্যা যৎকর্ত্বমভবদভীকে কামং কৃণ্বানে পিতরি যুবত্যাম্।
মনানগ্রেতো জহতুর্বিয়ন্তা সানৌ নিষিক্তং সুকৃতস্য যোনৌ॥”[১০]

কিছু ক্ষেত্রে উপমার দ্বারা এই নিষিদ্ধ সম্পর্ক ঋষির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে, সোম যজ্ঞপাত্রের দিকে যাচ্ছে যেমন কামুক তার বন্ধু পত্নীর দিকে যায় -

“প্রাস্য ধারা বৃহতীরসৃগ্রন্নক্তো গোভিঃ কলশাঁ আ বিবেশ।
সাম কৃণ্বন্ৎসামন্যো বিপশ্চিৎ ক্রন্দন্নেত্যভি সখ্যুর্ন জামিম্॥”[১১]

কন্যা ভ্রূণহত্যা সামাজিক ব্যাধি। বর্তমান সমাজে আইন প্রণয়নের দ্বারা এই ব্যাধি নিয়ন্ত্রিত হলেও কন্যাদের প্রতি বৈষম্যমূলক মানসিকতার জন্য তা সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয়ে ওঠেনি। নারীদের এই নিম্ন সামাজিক মর্যাদা কিন্তু বৈদিক যুগে ছিল না। সেখানে বৈদিক ঋষির কণ্ঠে ধ্বনিত হতে শোনা যায় ‘দুহিতা মে...সর্বম্ আয়ুঃ ইয়াৎ’[১২] অর্থাৎ একদিকে যেমন কন্যা সন্তান প্রাপ্তির আশঙ্কায় ভ্রূণ অবস্থায় তাকে হত্যা করা হচ্ছে। অন্যদিকে বৈদিক যুগে পিতা-মাতাকে কন্যার দীর্ঘায়ু কামনা করতে দেখা যাচ্ছে। এ চিত্র বৈদিক যুগে নারীদের সামাজিক মর্যাদার উন্নত অবস্থানকে আলোকপাত করছে। বৈদিক যুগে পিতা-মাতা যে কেবল বিদ্বান্ পুত্রেরই কামনা করতেন তা নয় বিদুষী কন্যার জন্মের জন্য তাদের আত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষা দেখতে পাওয়া যায়। উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণের ১৭ নম্বর মন্ত্রে বিদুষী কন্যা প্রাপ্তির জন্য তিল তন্ডুল রান্না করে স্ত্রীকে সেবন করানোর অনুষ্ঠানের উল্লেখ পাওয়া যায় -

"অথ য ইচ্ছেৎ দুহিতা মে পণ্ডিতা জায়েত... তিলৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ॥"[১৩]

বৈদিক নারীরা ছিলেন অপেক্ষাকৃত স্বাধীনচেতা। বয়ঃসন্ধির আগে তাদের বিবাহ হত না। নারীরা নিজেই তার জীবনসঙ্গী নির্ধারণ করে নিতে পারতেন –

"স্বয়ং সা মিত্রং বৃণুতে জনে চিৎ।"[১৪]

ঋগ্বেদে অগ্নির পবিত্রতাকে নারীর পবিত্রতার সাথে তুলনা করা হয়েছে –

"বীরা অনবদ্যা পতিজুষ্টেব নারী।"[১৫]

শতপথ ব্রাহ্মণে স্পষ্ট রূপে যজ্ঞে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বলা হয়েছে –

"অর্ধো হ বা এষ যজ্ঞস্য যৎ পত্নী।"[১৬]

'পত্নী' শব্দটির বুৎপত্তি প্রসঙ্গে পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে 'পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগে' (৪/১/৩৩) সূত্রটি রচনা করেছিলেন, যার অর্থ যজ্ঞকর্মে পতির সহযোগিনী। যজ্ঞে নারীদের গুরুত্ব আরও স্পষ্ট হয় অপত্নীক অর্থাৎ অবিবাহিতের হাত থেকে দেবতারা আহুতি গ্রহণ করতেন না –

"ন বৈ অপত্নীকস্য হস্তাৎ দেবা বলিং গৃহ্নন্তি।"[১৭]

বিপত্নীক কোনো পুরুষের তো যজ্ঞ সম্পাদনের অধিকার পর্যন্ত ছিল না। অপত্নীক বিপত্নীক শব্দগুলির দ্বারা তৎকালীন সমাজে স্বতন্ত্ররূপে নারীদের ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত হয় না ঠিকই কিন্তু পত্নীরূপে বৈদিক যজ্ঞে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। ঋগ্বেদে সূর্যের পত্নী উষাকে সূর্যের অগ্রে স্থান দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঊষা স্বামীর আগে আগে চলেছেন–

"সূর্যো দেবীমুষসং রোমোনাং মর্যো ন যোষামভ্যেতি পাচাৎ।"[১৮]

শতপথব্রাহ্মণে যাজ্ঞবল্ক্য নারীকে পুরুষের অর্ধাংশ বলেছেন।[১৯] সুতরাং স্বামীর অর্ধাংশরূপে স্ত্রীকে সন্মান প্রদর্শন তৎকালীন সমাজে নারীদের গুরুত্বকে নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেছে।

বৈদিক যুগের নারীরা যে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন ঋগ্বেদের কয়েকটি মন্ত্র হতে তা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে রমণীদের অপূর্ব বীরত্বের ও যুদ্ধকর্মের বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। রাজা নমুচির আদেশে তাঁর স্ত্রী অতি ভয়ংকর এবং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। ঋগ্বেদের প্রথমমণ্ডলে অশ্বিনসূক্তে রাজা খেলের রাণী বিশ্পলার বীরত্বব্যঞ্জক যুদ্ধকাহিনী বর্ণিত আছে যেখানে শত্রুসেনার সাথে ঘোরযুদ্ধে তাঁর উরুভঙ্গ এবং অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে লৌহনির্মিত কৃত্রিম উরু সংযোজনের বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে –

"চরিত্রং হি বেরিবাচ্ছেদি পর্ণমাজা খেলস্য পরিতক্ম্যায়াম্।
সদ্যো জংঘামায়সীং বিশ্পলায়ৈ ধনে হিতে সর্তবে প্রত্যধত্তম্॥"[২০]

ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলের ১০২ সংখ্যক সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রে নির্ভীক দুর্জয় সাহসী দৃঢ়চিত্ত মুদ্গলানী কর্তৃক শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন এবং বীরত্বব্যঞ্জক যুদ্ধের বর্ণনা আছে। তাঁর সৈন্যপরাজয়ের সাহসকে ইন্দ্রের বজ্রের সাথে তুলনা করা হয়েছে –

"উৎস্ম বাতো বহতি বাসো অস্যা অধিরথং যদজয়ৎ সহস্রম্।
রথীরভূন্মুদ্গলানী গবিষ্টৌ ভরে কৃতং ব্যচেদিন্দ্রসেনা॥"[২১]

এছাড়াও ঋগ্বেদের পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম মণ্ডলের একাধিক মন্ত্রে আর্যনারীদের বীরত্বব্যঞ্জক কার্যকলাপের বৃত্তান্ত দৃষ্ট হয়। বৈদিকোত্তর যুগেও নারীদের মধ্যে সামরিক প্রশিক্ষণের প্রথা প্রচলিত ছিল। মেগাস্থিনিসের লেখনীতে তরবারিধারিণী

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 70
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 586 - 592
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ধনুর্ধারিণী নারীর উল্ল্যেখ পাওয়া যায়। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে (২য় খ্রিষ্টপূর্ব) 'শাক্তিকী' নামে বর্শা নিক্ষেপকারিণী নারীদের উল্ল্যেখ পাওয়া যায়।

পররাষ্ট্র বিষয়ে দূতের অবদান অনস্বীকার্য। প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতিতে দূতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। রাজার কাজকর্ম পরিচালনার জন্য দূতের আবশ্যকতা অপরিহার্য ছিল। মনুর মতে, দূতের সহায়তায় রাজার অভিলাষ পূরণ হয় -

"বুদ্ধা চ সর্বম তত্ত্বেন পররাজচিকীর্ষিতম্।
তথা প্রযত্নমাতিষ্ঠেদ্ যথাত্মানং ন পীড়য়েৎ॥"[২২]

মহাভারতের উদ্যোগপর্ব এবং শান্তিপর্বেও দূত নিয়োগের কথা উল্লেখিত হয়েছে। অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্য দূতকে রাজার চোখ এবং মুখের সাথে তুলনা করেছেন। কেননা দূতের মুখ দিয়েই রাজা নিজবক্তব্য অন্য রাজাকে শোনাতেন। সুতরাং সমাজিক কূটনীতিতে দূতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বৈদিক নারীদের এই পদ অলংকৃত হতে দেখা যায়। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের দূতী হিসেবে সরমার পরিচয় পাওয়া যায় হয়েছে। (১০/১০৮) যাকে ইন্দ্র নিযুক্ত করেছিলেন পণিদের ধৃত ধন পুনরুদ্ধারের জন্য। এই সূক্তে বিপক্ষী পণি কর্তৃক সরমাকে প্রলোভন দান এবং সরমার দ্বারা তার প্রত্যাখ্যান তাঁর নারী সত্তার দৃঢ়তাকে প্রকাশ করে। সুতরাং দূত হিসেবেও মহিলাদের ভূমিকা তৎকালীন সমাজে যথেষ্ট মর্যাদার পরিচয় বহন করে চলেছে।

উপসংহার : সুতরাং আমাদের যে ধারণা ছিল যে নারী এই শতাব্দীতেই প্রথম অধিকার সচেতন হয়েছে, আগে সে অত্যাচারিতা বন্দিনীই ছিল তা ঠিক নয়। বৈদিক যুগে নারী স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। উত্তর বৈদিক যুগে নারীদের অবস্থার অবনতি হতে থাকে। পরবর্তী দুই সহস্রার্ধে তা এত দৃঢ়তর হয়ে ওঠে যা অতীতের নারীর স্বাধীন অবস্থানকেও খুব সহজেই ম্লান করে ফেলতে সাহায্য করেছে। সংখ্যায় কম হলেও অতীতেও নারীকে প্রগতিশীল চিন্তাধারার দৃষ্টান্ত হতে দেখা গেছে। বর্তমানেও সে নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে চলেছে যা আগামী ভবিষ্যতে তার চলার পথকে আরও দৃঢ় করবে।

Reference:

১. মনুসংহিতা - ১/৩২
২. যমস্মৃতি
৩. হারীতস্মৃতি
৪. ঋগ্বেদ - ১০/১০৯/৪
৫. বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ - ৩/৬/১
৬. বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ - ২/৪/৩
৭. তৈত্তিরীয় সংহিতা - ৬/৬/৮/৫
৮. ঋগ্বেদ - ১/১০৯/২
৯. ঋগ্বেদ - ১০/১৮/৭
১০. ঋগ্বেদ - ১০/৬১/৬
১১. ঋগ্বেদ - ৯/৯৬/২২
১২. বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ - ৬।৪।১৭
১৩. তদেব
১৪. ঋগ্বেদ - ১০/২৭/১২
১৫. ঋগ্বেদ - ১/৭৩/৩
১৬. শতপথ ব্রাহ্মণ - ৫/২/১/৪
১৭. শতপথ ব্রাহ্মণ - ৫/১/৬/১০

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 70
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 586 - 592
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১৮. ঋগ্বেদ - ১/১১৫/২
১৯. শতপথ ব্রাহ্মণ - ৫/২/১/১০
২০. ঋগ্বেদ - ১/১১৬/১৫
২১. ঋগ্বেদ - ১০/১০২/২
২২. মনুসংহিতা - ৭/৬৮

Bibliography:

Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad (with the commentary of Śaṅkarācārya). Ed., & Trans., Swami, Madhabananda. 3rd ed., Mayavati : Advaita Ashrama, 1950
Manusaṃhitā (with the commentary of Kullukabhatta). Ed., Bandhopadyaya, Manavendu. 3rd ed., Kolkata : Sanskrit Pushtak Bhandar, 2012
Rikveda Samhita, vol. 1-5. Ed., Aman, Abdul Aziz Al. Kolkata : Haraf Prakashani, 2011
Satapathabrahmana, pt.1. Shastri, Chinnaswami and Pattabhiram Shastri. Varanasi, 1937
Taittirīya Saṁhitā (with the *padapāṭha* and commentaries of BhaṭṭaBhāskaraMiśra and Sāyaṇācarya), Vol-3; Part-2; kaṇḍa-5. Ed., Dharmadhikari, T.N. Delhi : Rastriya Sanskrit Sansthan, 1999
Vedic Mythology, Macdonell, Arthur Anthony. New Delhi : Munshiram Manoharlal, 2000
Women Seers of The Rgveda. Dasgupta, Mou. New Delhi : D. K. Printworld (P) Ltd, 2017